# হলুদ মাখানো আজিমের দেহাংশ খুঁজতে পোলেরহাট খালে ড্রোন, ডুবুরি

**উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা :** বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের খুন নিয়ে যখন রাজ্যের সিআইডি তদন্তের গভীরে পৌঁছোচ্ছে তখন বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মেট্রোপটিলন পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান হারুণ আর রসিদ সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, কলকাতার কাছে বাংলাদেশের সাংসদকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। প্রধান অভিযুক্ত আমেরিকার নাগরিক আখতারুজাম্মান ওরফে সাহিন। সাহিন বাংলাদেশের বাসিন্দা ছিলেন। এই খুনে ৩ অভিযুক্তকে জেরা করতে এরমধ্যেই বাংলাদেশে এসেছে সিআইডির গোয়েন্দাদের ১টি দল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আজিমকে খুন করার পর তাঁর দেহাংশ কিমা করার জন্য মুম্বই থেকে জিহাদ হাওলাদার নামে এক পেশাদার কসাইকে এনেছিলেন সাহিন। এদিকে সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, এই জিহাদকে মুম্বই থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়। সিআইডি তাকে শুক্রবার বারাসাত আদালতে পেশ করলে ১২দিনের সিআইডি হেফাজত হয়। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে ঢুকে জিহাদ মুম্বইতে ৬ মাস আগেই বসবাস শুরু করেছিল। জেরায় জিহাদ জানায়, আজিমকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করার পর গলা টিপে খুন করে অভিযুক্তরা। এরপর আজিমের দেহের হাড় ও চামড়া আলাদা করার পর জিহাদ ওই দেহাংশ ছোটো টুকরো করে কিমা তৈরি করে। মাংস অনেকদিন রাখার জন্য হলুদ সহ নানা মশলা মাখিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়। ওই রাতেই তারা মদ ও রান্না করা মুরগির মাংস খেয়েছিল। পরদিন আজিমের কিমা করা মাংস ২টি ট্রলি সুটকেশে ভরে নানা জায়গায় ফেলে আসা হয়। জাহিদের কথা অনুযায়ী শুক্রবার বাসন্তী হাইওয়ের আশপাশে তল্লাশি চালান সিআইডি আধিকারিকরা। তবে এদিনও দেহাংশ পাওয়া যায়নি। ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকার পোলেরহাট খালে তল্লাশি চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ডুবুরি। দেহ খুঁজতে

খুনের ঘটনায় ধৃত শিলস্তি

এই ট্রলি নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর সিসিটিভি ফুটেজ

কাজে লাগানো হচ্ছে ড্রোন। এদিকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, নিউটাউনের সঞ্জীব গার্ডেনের বিপুল ব্লকের ৪তলায় ৫৬ নং ফ্ল্যাটেই আজিমকে খুন করা হয়। ওই ফ্ল্যাটটি আমেরিকার বাসিন্দা অনিন্দ্যনাথ দাসের। তাঁর কাছে আখতারুজাম্মান আমেরিকান ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি সহ চুক্তি করেছিলেন। মে মাসে প্রধান অভিযুক্ত আখতারুজ্জামান ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। তখন থেকেই তাঁর সাগরেদরা আসা-যাওয়া করত। কসাই জিহাদও বেশ কয়েকবার এসেছিল। সিআইডির হাতে এরমধ্যেই এসেছে ৩জন অভিযুক্তের সঙ্গে আজিমের ওই ফ্ল্যাটে ঢোকার ফুটেজ। আর খুনের পর ২টি ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ছবি (যা যাচাই করেনি সুখবর)। তবে এই খুনের মোটিভ নিয়ে সিআইডির অনুমান, সোনার চোরাচালানের বখরা নিয়ে অনেকদিন থেকেই আজিম ও আখতারুজ্জামানের মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। তদন্তে সিআইডির গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সাংসদকে খুন করার জন্য ৫ কোটি টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। খুনিদের আড়াই কোটি টাকা অগ্রিমও দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের খুনের ঘটনায় মূল চক্রী আখতারুজ্জামানের বান্ধবী শিলাস্তি রহমানকে 'হানিট্র্যাপ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সিআইডির সন্দেহ, বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন ওই মহিলা। জিহাদ গোয়েন্দাদের জানিয়েছে, খুনের দিন আজিমকে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়েছিল শিলাস্তিই। ঢাকা পুলিশ এরমধ্যেই শিলাস্তিকে গ্রেফতার করেছে। সিআইডি প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, সাংসদকে খুনের পর দেহাংশ কোথায় কোথায় ফেলা হয়েছিল, তা ওই মহিলা জানেন।

## ১ লাখ ভোটের ব্যবধানে মেদিনীপুর জিতব : সুজয় হাজরা

**সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর :** মেদিনীপুর লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জুন মালিয়ার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এমনটাই আশা করছেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা এনিয়ে বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই আসনে ১ লাখ ভোটের ব্যবধানে জিততে চলেছি। মেদিনীপুর জেলার মানুষের অভিব্যক্তি তেমনটাই বলছে।' ২০১৯ সালের লোকসভায় বিজেপির দিলীপ ঘোষ প্রায় ৯০ হাজার ভোটে তৃণমূলের মানসরঞ্জন ভুঁঞ্যাকে পরাজিত করেছিলেন। যদিও ২০১৪-২০১৯ সাল পর্যন্ত এই আসন তৃণমূলের দখলে ছিল। সাংসদ ছিলেন তারকা প্রার্থী সন্ধ্যা রায়। তখন অভিযোগ উঠেছিল, তারকা প্রার্থীকে ৫ বছরে দেখাই যায়নি। যার খেসারত দিতে হয়েছিল ২০১৯ সালে। এবার মেদিনীপুর আসন পুনরুদ্ধার করা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চ্যালেঞ্জ। দলের ২ প্রধান নেতা ভোটপ্রচারে বারে বারে এই কেন্দ্রে এসেছেন। যদিও বিজেপি শিবিরের দৃঢ় বিশ্বাস, ফের মেদিনীপুর লোকসভা আসনে পদ্ম ফুটতে চলেছে। শুক্রবার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল খড়্গপুর গ্রামীণ বিধানসভার অর্জুনী অঞ্চলে আক্রান্ত দলের কর্মীর বাড়ি যান। পরে তিনি খড়্গপুরে রেলবস্তি এলাকায় উচ্ছেদ নিয়ে বলেন, 'তৃণমূলের লোকরা বলে বেড়াচ্ছে বিজেপি জিতলে নাকি বস্তি এলাকা থেকে সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবে। তৃণমূলের কথায় কান দেবেন না। ১জন মানুষকেও রেলের বস্তি এলাকা থেকে উচ্ছেদ হতে হবে না।' এদিকে খড়্গপুর, কেশিয়াড়ির মতো কিছু এলাকায় বিজেপি নেতা ও কর্মীদের পুলিশ হেনস্তা করছে বলে কয়েকজন আইসি-ওসির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

## দুর্গাপুর হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যুতে বিক্ষোভ

**সুবীর রায়, দুর্গাপুর :** বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রসূতি মৃত্যু নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতার পরিবারের তরফে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে কাঁকসার জঙ্গলমহল এলাকার বরডোবার বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা মৌসুমী হাঁসদাকে (২৪) হাইপার টেনশন নিয়ে বিধাননগরে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। রাত যত বাড়তে থাকে ততই সাড়ে ৮ মাসের ওই অন্তঃসত্ত্বার শারীরিক সমস্যা বাড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে ডাক্তাররা রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ মৌসুমী হাঁসদার অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচার করে গর্ভস্থ শিশুটি বাঁচলেও, মা মৌসুমী হাঁসদার মৃত্যু হয়। এই খবর পরিবারের কাছে পৌঁছোতেই তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হাসপাতালের প্রধান গেটের বাইরে পরিবারের লোকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর তা থেমে যায়। শুক্রবার সকাল থেকে ফের নতুন করে হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন মৃত রোগীর পরিবারের লোকরা। তাঁরা হাসপাতালের সহকারি সুপার সৌম্যদীপ মণ্ডলকে বেশ কিছুক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন। মৃতার পরিবারের এক আত্মীয় বলেন, 'রোগীর খারাপ অবস্থা দেখে ডাক্তাররা পালিয়ে গেছেন।' হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ ধীমান মণ্ডল বলেন, 'চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনোরকম সমস্যা ছিল না। তাও ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে কোনরকম গাফিলতি ছিল কিনা।'

## অর্জুন সিংকে প্রাণে মারার হুমকি ফোন

**প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর :** বৃহস্পতিবার সকালে বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের ব্যক্তিগত ফোন নম্বরে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার মেসেজ আসে। ওই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে রয়েছে, আগামী ২৯ মের মধ্যে বিজেপি প্রার্থী পারলে নিজেকে বাঁচান। অন্যথায় কাহানি শেষ। এমনকী তাঁকে গুলি করে খুন করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে ওই মেসেজে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে তিনি ওই হুমকির কথা জানান। এমনকি টুইটে তিনি হুমকির ভয়েসও পোস্ট করেছেন। এব্যাপারে তিনি নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ কমিশনারকে পদক্ষেপ করতেও আর্জি জানিয়েছেন। শুক্রবার এ নিয়ে অর্জুন সিং তাঁর বাস ভবনে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাকে বলে মারা খুব কঠিন। তৃণমূলের পার্থ ভৌমিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব কিছু পারে কিন্তু আমাকে কেন মারতে চাইছে? তবে যারা মেসেজ করেছে সেই সূত্র পেয়েছি। মোমিন পাড়ার দুষ্কৃতী কালাবাবুর সঙ্গে থাকে একটি ছেলে এসব করেছে। মেসেজ করেছিল নিকেতন বর্মা ডাকনাম ছোটু। বাবার নাম অনুপ বর্মা। যে নম্বর থেকে মেসেজ করা হয়, সেই নম্বর ট্র্যাক করা হয়েছে। পুলিশকে সব জানানো হয়েছে। আজ এফআইআরও করব। পুলিশ কিছুই করেনি। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ছেলেটি ড্রাগের ব্যবসা করে। যতক্ষণ ওপরওয়াল আমাকে না মারবে ততক্ষণ আমাকে মারা কঠিন। কার ইন্সট্রাকশনে এটা হয়েছে আমি জানি। যে ফোন থেকে ফোন করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরটি ডিলিটও করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমি ওই নম্বরটি অন্য ফোনে ট্রান্সফার করে নিই। তাই যে ফোনে হুমকি দিয়েছিল, তার নাম জানতে পেরেছি। এ রাজ্যে কেউ সুরক্ষিত নয়। একজন বাংলাদেশের সাংসদ এই রাজ্যে এসে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা তো কোন ছার। যাকে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে খুন করা হচ্ছে। আর পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর তাঁবেদারি করে চলেছে। ওঁর নির্বাচনি পদযাত্রায় রাজ্যের পুলিশ হাঁটছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অর্জুন সিংকে যদি কেউ প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে থাকে তাহলে তাঁর উচিত সংবাদ মাধ্যমের কাছে না গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া। যে নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে সেই নম্বর পুলিশকে দেওয়া। তাহলে তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে ফেলবে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকাকালীন ওঁর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অর্জুন সিংয়ের উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থা রাখা। উনি আর রাজ্যের পুলিশ অর্জুন সিংয়ের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না।' এই প্রাণ নাশের হুমকির আবহেই এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অর্জুন সিং বলেন, 'আদালতের রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আদালতের রায় মানছি না বলতে পারেন না। বিচার ব্যবস্থাকে উনি চ্যালেঞ্জ করছেন। ওঁকে বরখাস্ত করা উচিত।

## কলকাতায় সন্ন্যাসীদের প্রতিবাদ মিছিল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :** শুক্রবার বিকেল ৩টায় কলকাতার বাগবাজার থেকে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত রাজ্যের সাধুসন্তদের একাংশের মিছিল বেরোয়। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের কিছু সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সাম্প্রতিক মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও রাজ্যের সাধুদের শীর্ষ সংগঠন বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের সদস্যরা কলকাতায় 'সন্ত স্বাভিমান যাত্রা' নামে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে। মিছিলে থাকা এক সন্নাসী জানান, 'আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের নিন্দা জানাই। অবমাননাকর মন্তব্যে আমরা ব্যথিত এবং অপমানিত বোধ করছি। তিনি রাজধর্ম অনুসরণ করছেন না।' বরিষ্ঠ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা সৌরিশ মুখার্জি বলেন, 'ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করছেন।'

## সন্ন্যাসীদের জীবনের সুরক্ষা রাজ্যে নেই : দিলীপ

**বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান :** 'মানুষ চাইলে মাথা নত করে সরে যাব' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বর্ধমানে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'উনি বুঝতে পেরেছেন সরিয়ে দেওয়ার আগে সম্মান রেখে আগেই সরে যাওয়া ভালো।' এদিন নন্দীগ্রামের ঘটনা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গে যেখানে যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানে গণ্ডগোল করার চেষ্টা হচ্ছে। কারণ তৃণমূলের জেতার কোথাও চান্স নেই, গণ্ডগোল করে, ভয় দেখাচ্ছে ভোটারদের, আমাদের কর্মীদের, যাতে না বের হয়, লোকে ভোট না দেয়। এসব করে কিছু আটকাতে পারবে না।' কর্মী খুন নিয়ে তিনি বলেন, '১জন ৫৬ বছরের মহিলাকে যেভাবে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে, রাজ্যে মহিলাদের কী সুরক্ষা আছে তা বোঝা যাচ্ছে।' শহরের রাজপথে সাধু-সন্তদের নামা সম্পর্কে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা ব্যানার্জি সাধু-সন্তদের অসম্মান করেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল থাকলে মঠ, মন্দির চালানো মুশকিল। মঠ, মন্দিরের জায়গা লুঠ হয়ে যাচ্ছে, সম্পত্তি লুঠ হয়ে যাচ্ছে, সাধু সন্তরা মারা যাচ্ছেন। সন্ন্যাসীদের জীবনের সুরক্ষা, ধনসম্পত্তির সুরক্ষা আজকে রাজ্যে নেই। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা রাস্তায় নামছেন।'

## রেমাল মোকাবিলায় হাওড়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

**ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া :** শনিবার রাতে বা রবিবার সকালে এই রাজ্যে আছড়ে পড়ার কথা ঘূর্ণিঝড় রেমাল'এর। এর প্রভাব পড়বে হাওড়ায়ও। তাই হাওড়া পুরনিগম আগাম সতর্কতা হিসেবে একাধিক পদক্ষেপ করল। আগামী ৭২ ঘণ্টার জন্য খোলা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম। সেজন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমকে। ত্রিপল, শুকনো খাবার মজুত রাখা হয়েছে। ৮টি স্কুল বাড়ি তৈরি রয়েছে। পুরনিগমের পাম্প হাউসগুলো চালু রাখা হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেন, 'আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার রাতে অথবা রবিবার রাতে রেমাল'এর ল্যান্ডফল হবে। তাই দক্ষিণবঙ্গের নানা জায়গাকে সতর্ক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাওড়াও। এনিয়ে আমাদের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠকের পর বেশ কিছু আগাম পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। আগামী ৭২ ঘণ্টা চালু থাকবে এই কন্ট্রোল রুম। এই কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর ৬২৯২২ ৩২৮৭০। ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে বা পুরোনো বাড়ি ভেঙে গেলে ৮টি বিপর্যয় মোকাবিলা টিম ছাড়াও বাড়তি টিম তৈরি থাকছে। বিপর্যয়ের সময় দরকার পড়লে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৮টি স্কুল হনুমান জুটমিল হাই স্কুল, সালকিয়া এ এস স্কুল, স্যার সৈয়দ আহমেদ হাই স্কুল, রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ভবানী গার্লস হাই স্কুল, বাকসাড়া হাই স্কুল, মুক্তারাম দে হাই স্কুল ও হাওড়া শিক্ষাসদনকে তৈরি রাখা হয়েছে। সাইক্লোনের বৃষ্টিতে জল জমবে। তাই যে এজেন্সি নর্দমা পরিষ্কার করে তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা টিম ও ড্রেনেজের টিমের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ১১টা স্থায়ী পাম্প ছাড়াও আরও ৬৭টি পাম্প থাকবে। যাতে পাম্পগুলো কাজ করে তা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬টি মোবাইল পাম্প রাখা হয়েছে। আচমকা কোনও পাম্পের প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে এই পাম্প পাঠানো হবে। জেলা প্রশাসন, পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে বিপর্যয় মোকাবিলা করার চেষ্টা করবে হাওড়া পুরনিগম।' সুজয় চক্রবর্তী আরো বলেন, বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুতের খোলা তারে বিগত দিনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গেও আমাদের আগাম কথা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আগাম বৈঠক হয়েছে। ওরাও সতর্কতা নিয়েছে। ওই সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

**সুখবর ব্যুরো :** নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি (এনএসওইউ) এর রিজিওনাল সেন্টার জলপাইগুড়িতে আয়োজন করেছে 'ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ব্লেন্ডেড লার্নিং ইন এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস ইনক্লুডিং এইচইআই'স ইন ওয়েস্টবেঙ্গল'-এর ওপর ৩দিনের এক কর্মশালা। শুরু হয়েছে ২৩ মে থেকে। চলবে আজ, শনিবার পর্যন্ত। কমনওয়েলথ এডুকেশনাল মিডিয়া সেন্টার ফর এশিয়া (সিইএমসিএ) আয়োজিত এই কর্মশালায় ছিলেন এনএসওইউ'র ডেপুটি ডিরেক্টর শান্তনু দাম, এনএসওইউ'র স্কুল অফ ভোকেশনাল স্টাডিস'র ডিরেক্টর ড. অনির্বাণ ঘোষ ও অন্যান্যরা।

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিশনে পার্কিং লটের জন্য চুক্তি সম্পাদন
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪, তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ ০৩ বছরের সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন। বিশদ বিবরণের জন্য এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে, অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। ক্যাটালগ নং ঃ পিএআরকে-এইচডব্লুএইচ-২-আর। অকশন শুরুর তারিখ/ সময় ঃ ৩১.০৫.২০২৪-এ বেলা ১২.০০ মিনিট। ক্রঃ নং; লট নং/ ক্যাটিগরি; স্টেশনের নাম ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-টিডব্লু-২৫৭-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকা) (শুধু রেলকর্মীদের জন্য); বর্ধমান। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এইচজি ওয়াই-টিডব্লু-১৮৭-২৩-১ (পার্কিং–দুই চাকার); হুগলি (২)। (HWH-69/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড
(CIN NO : L65921WB1994PLC062875)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : hcfl@himadri.com, ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in, ফোন : ০৩৩ ২২৩০ ৪৩৬৩ / ৯৯৫৩
৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(লাখ টাকায়)

| ক্র. নং | বিবরণ | সমাপ্ত ত্রৈমাসিক | | | সমাপ্ত বছর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩১.০৩.২০২৪ | ৩১.১২.২০২৩ | ৩১.০৩.২০২৩ | ৩১.০৩.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৩ |
| | | (নিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) |
| ১. | মোট আয় | ৫৭.৬০ | ৫৮.২৬ | ৫৪.১২ | ২৩৪.৭৩ | ২১১.৫৭ |
| ২. | এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর) | ৫০.৪৪ | ৫১.১৯ | ৪৭.২৩ | ২০৬.২৩ | ১৭৩.৬৮ |
| ৩. | করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে) | ৩৪.৫৯ | ৩৮.২৯ | ৩৩.৩০ | ১৫৯.৭৯ | ১৩৪.৭৩ |
| ৪. | করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর) | ৩৪.৫৯ | ৩৮.২৯ | ৩৩.৩০ | ১৫৯.৭৯ | ১৩৪.৭৩ |
| ৫. | এই পর্বের / বছরের মোট বিস্তৃত আয় (করের পর প্রকৃত লাভ ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় ধরে) | (৫২.০১) | ৯১১.৪৫ | (১৬৮.৭৩) | ৩০১০.৪৭ | ২৫৬.০২ |
| ৬. | আদায়প্রদত্ত ইক্যুটি শেয়ার মূলধন | ৩০০.০২ | ৩০০.০২ | ৩০০.০২ | ৩০০.০২ | ৩০০.০২ |
| ৭. | অন্যান্য ইক্যুইটি | | | | ৮১৪৬.৩৭ | ৫১৩৫.৯০ |
| ৮. | ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ব্যতিক্রমী দফার আগে ও পরে) (প্রত্যেকটি ১০ টাকা) (বার্ষিকভাবে নয়) মূল ও লঘুকৃত (টাকায়) | ১.১৫ | ১.২৮ | ১.১১ | ৫.৩৩ | ৪.৪৯ |

দ্রষ্টব্য :
১। উপরোক্ত বিবৃত ত্রৈমাসিকের ও বছরের আর্থিক ফলাফলটি নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে ও কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩১.০৩.২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের আর্থিক ফলাফলটি সংবিধিবদ্ধ অডিটরের মাধ্যমে সীমিতভাবে পর্যালোচিত হয়েছে।
২। কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে একটি নন-ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে একটি মাত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত তাই আইএনডি এএস-১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুযায়ী কোম্পানীটির পর্বভিত্তিক বিবরণের প্রয়োজন নেই।
৩। সমাপ্ত আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের অর্থাঙ্ক ও আগের আর্থিক বছরের অর্থাঙ্ক, বর্তমান পূর্ণ আর্থিক বছরের হিসাবে ও বর্তমান ত্রৈমাসিকের শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত করা অর্থাঙ্কের হিসাবে এবং আগের বছরের অর্থাঙ্কের হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সীমিত পুনর্মূল্যান করা হবে।
৪। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি, কোম্পানীর বিস্তারিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল ও স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হল। বিস্তারিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট : www.cse-india.com ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে www.himadricredit.in।
বোর্ড অফ ডিরেক্টরের পক্ষে ও সমর্থনে
স্বাঃ
অমিত চৌধুরি
ডিরেক্টর
(DIN : 00152358)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৫.২০২৪

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা
কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশনের মধ্যে ব্লু লাইনে ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে বিশেষ রাত্রিকালীন পরিষেবা
কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশন থেকে আপ ও ডাউন উভয় অভিমুখে মেট্রো পরিষেবা সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ১১টায় পাওয়া যাবে।
এই পরিষেবা দু'টি যাত্রাপথে সকল স্টেশনে থামবে।
টোকেন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করার জন্য প্রতিটি স্টেশনে একটি টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে।
প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ডিদেব প্লাস্টিকস ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
DDEV PLASTIKS
CIN : L24290WB2020PLC241791
রেজিস্টার্ড অফিস : ২বি, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
টেলিফোন : +৯১-০৩৩-২২৮২ ৩৭৪৪ / ৩৭৪৫ / ৩৬৯৯ / ৩৬৭১
ই-মেল : kolkata@ddevgroup.in, ওয়েবসাইট : www.ddevgroup.in
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ও ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") এর সেকশন ১০৮ ও ১১০ এর বিধান অনুসারে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ ("দ্য রুলস") যেটি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে; সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস), ২০১৫ (দ্য "সেবি লিস্টিং রেগুলেশন্স"); ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক সংক্রান্ত মন্ত্রক (যেটি একসাথে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত) দ্বারা ইস্যু করা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তাং০৮.০৪.২০২০, ১৭/২০২০ তাং ১৩.০৪.২০২০, ২০/২০২০ তাং ০৫.০৫.২০২০, ১১/২০২২ তাং ২৮.১২.২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তাং ২৫